The Dhaka University Journal of Linguistics : Vol. 9, No. 17, Publishers: Registrar, University of Dhaka, ISSN 2075-3098

বাংলাদেশে দ্বিবাচন পরিস্থিতি

গুলশান আরা*
মোঃ আসাদুজ্জামান**

Abastract : Diglossia is one of the major concepts in the study of societal multilingualism. It belongs to the discipline of macro sociolinguistics as it is a phenomenon relating more to a group rather than an individual. It is also considered as a natural falsehood in any language. This research aims at finding the existence and the nature of diglossic situation in Bangladesh mainly from the prespective of the language use of Bangla speech community. This paper also focuses on issues related to the linguistic synthesis of diglossia including phonological, morphological/lexical, syntactic and semantic differences among the standard, mixed and dialect/regional varieties of Bangla language. Finally this research endeavour shows that double overlapping diglossic situation exist in Bangladesh. Farthermore Ferguson's defination of diglossia does not entirely match with the real context of the language situation in Bangladesh.

দ্বিবাচন একটি সামাজিক সংস্কৃতিক সর্বোপরি ভাষাতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষিক সমাজে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সংস্কৃতিক ইত্যাদি বিভিন্ন পরিস্থিতির প্রয়োজনে দুই বা ততোধিক ভাষিক রূপ থাকতে পারে। এসব ভাষিক রূপের ব্যবহারিক ক্ষেত্র পরিপূরক অবস্থানে থাকে। সাধারণত দ্বিবাচনিক পরিস্থতিতে দুটি বাচনিক রূপের ভূমিকাগত সুনির্দিষ্ট বিভাজন থাকে। দ্বিবাচন (Diglossia) অভিধাটি আমেরিকান ভাষাবিজ্ঞানী চার্লস এ ফার্গুসন ১৯৫৯ সালে প্রথম ব্যবহার করেন। দ্বিবাচন বলতে ফার্গুসন একই ভাষার দুই বুলির সমাজনির্দিষ্ট বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ব্যবহারকে বুঝিয়েছেন (নাথ, ১৯৯৯)। ফার্গুসন (Ferguson, 1959) নিম্নলিখিতভাবে ডায়গ্লসিয়াবিষয়ে সংজ্ঞার্থ প্রদান করেন–

> [...] a relatively stable language situation in which in addition to the primary dialect of the language, which may include a standard or a regional standard, there is a very divergent, highly codified, often

* সহযোগী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
** এম.ফিল. গবেষক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

> grammatically more complex, superposed variety, the vehicle of a large and respected body of literature, heir of an earlier period or another speech community, which is learned largely by formal education and is used for most written and formal purposes, but is not used by any sector of the community for ordinary conversation (P. 199)

এই সংজ্ঞার্থ থেকে ডায়গ্লসিয়া ধারণাটি নিম্নলিখিতভাবে পরিস্ফুট হয়:

ক. অপেক্ষাকৃত একটি স্থায়ী ভাষিক পরিস্থিতি।

খ. দুটি ভিন্ন সংহিতা (code) যার মধ্যে একটি উচ্চ বাচনিকরূপ; যার রয়েছে অপেক্ষাকৃত জটিল ব্যাকরণিক বৈশিষ্ট্য।

গ. উচ্চ বাচনিকরূপের লিখিত সাহিত্যিক ঐতিহ্য রয়েছে যা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়া আয়ত্তে আনা সম্ভব নয়।

ঘ. উচ্চ বাচনিকরূপটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে লিখিত ও আনুষ্ঠানিক কথাবার্তায় ব্যবহৃত হয়। অন্যটি ব্যবহৃত হয় অনানুষ্ঠানিক পরিবেশে।

ফার্গুসন কোনো দেশের দ্বিবাচন পরিস্থিতি ব্যাখ্যার জন্য নিচের নয়টি বৈশিষ্ট্যকে গুরুত্ব দিয়েছেন।

বৃত্তি বা ফাংশন (Function)

দ্বিবাচনের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বৃত্তি বা ফাংশন। প্রতিটি দ্বিবাচনিক সমাজেই প্রতিবেশ এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী উচ্চ এবং নিম্ন বাচনিকরূপ ব্যবহৃত হয়। রাজনৈতিক ব্যঙ্গচিত্র, নিম্নমানের প্রকাশনা এবং ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে নিম্ন বাচনিকরূপের ব্যবহার লক্ষ করা যায় এবং সংবাদপত্র, প্রকাশনা, বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা, সংবাদ সম্প্রচার, রেডিও–টেলিভিশন সম্প্রচার, ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে উচ্চ বাচনিক রূপ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

মর্যাদা (Prestige)

উচ্চ বাচনিকরূপ নিম্ন বাচনিকরূপের চেয়ে বেশি মর্যাদাপূর্ণ। ফার্গুসনের মতে, উচ্চ বাচনিকরূপ সুন্দর, যুক্তিযুক্ত একমাত্র ভাষা যার মাধ্যমে পুরোপুরি ভাব-প্রকাশ করা যায়।

আয়ত্তীকরণ (Acquisition)

নিম্ন বাচনিকরূপ অধিকাংশ ভাষীদেরই মাতৃভাষা। পরিবারে শিশু প্রথম ভাষা হিসেবে নিম্ন বাচনিকরূপটি অর্জন করে এবং পরবর্তী সময়ে প্রাতিষ্ঠানিক পরিমণ্ডলে উচ্চ বাচনিকরূপ আয়ত্ত করে।

সাহিত্যিক উত্তরাধিকার (Literary heritage)

উচ্চ বাচনিকরূপের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো সমৃদ্ধ সাহিত্যিক নিদর্শন। সাহিত্যিক উত্তরাধিকার দুটো বাচনিকরূপেই পাওয়া যেতে পারে। তবে নিম্ন বাচনিকরূপের তুলনায় উচ্চ বাচনিকরূপ সাহিত্য-সমৃদ্ধ হয়ে থাকে।

প্রমিতিকরণ (Standardization)

উচ্চ বাচনিকরূপের ব্যাকরণগত ঐতিহ্য বর্তমান। উচ্চ বাচনিকরূপের যেমন ব্যাকরণ থাকে তেমনি শব্দভাণ্ডারের প্রকৃত অর্থ, উচ্চারণ ইত্যাদির জন্য থাকে শব্দকোষ বা অভিধান। এই বাচনিকরূপের উচ্চারণের একটি আনুশাসনিক রূপ পরিলক্ষিত হয়। নিম্ন বাচনিকরূপে সাধারণত ব্যাকরণ, শব্দকোষ এবং অভিধান প্রণীত হয় না।

ব্যাকরণ (Grammar)

উচ্চ এবং নিম্ন বাচনিকরূপের মধ্যে ব্যাকরণিক পার্থক্য রয়েছে। ধ্রুপদী আরবি ভাষায় বিশেষ্যের তিনটি কারক-রূপ আছে, কথ্য আরবিতে তা একেবারে অনুপস্থিত। মান্য জার্মান ভাষায় বিশেষ্যের চারটে কারক-রূপ এবং দুটো নির্দেশক কাল-রূপ আছে। সুইস জার্মানে তিনটি কারক করা এবং একটি সরল ক্রিয়াপদ বর্তমান (নাথ, ২০১৩)।

স্থায়িত্ব (Stability)

দ্বিবাচনিক পরিস্থিতি স্থায়ী। কোনো দেশে দ্বিবাচন পরিস্থিতি–কয়েক শতক থেকে সহস্রাধিক বছর পর্যন্ত হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে ফার্গুসন গ্রিক, আরবি ও হাইতি ভাষার উল্লেখ করেছেন।

শব্দভাণ্ডার (Lexicon)

দুই বাচনিকরূপের মধ্যে শব্দভাণ্ডারগত পার্থক্যর পাশাপাশি কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার রূপমূল, অর্থ এবং ব্যবহারগত তফাত থাকতে পারে। ফার্গুসন গ্রিক, আরবি এবং ফরাসির দুই বাচনিকরূপ থেকে উদাহরণ দিয়ে শব্দভাণ্ডারের পার্থক্য দেখিয়েছেন।

ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology)

উচ্চ এবং নিম্ন বাচনিকরূপ ধ্বনিতাত্ত্বিক দিক থেকে নিকটবর্তী হতে পারে, যেমন– গ্রিক ভাষার দুই বাচনিকরূপ কাথারেভুসা ও ধিমতিকি।

ফার্গুসন উপর্যুক্ত নয়টি বৈশিষ্ট্যর আলোকে নিচের চারটি দেশের দ্বিবাচনিক পরিস্থিতি নির্ণয় করেছেন।

- গ্রিস: উচ্চ বাচনিকরূপ – কাথারেভুসা (এক ধরনের পুনর্গঠিত ধ্রুপদী গ্রিক), নিম্ন বাচনিক রূপ – ধিমতিকি বা লৌকিক গ্রিক (সাধারণ কথ্য গ্রিক)।

- সুইজারল্যান্ড: উচ্চ বাচনিকরূপ (প্রমিত জার্মান), নিম্ন বাচনিক রূপ (সুইস জার্মান)।
- আরব দেশ: উচ্চ বাচনিকরূপ (আল-কোরানে ব্যবহৃত ধ্রুপদী আরবি ভাষা), নিম্ন বাচনিকরূপ (সাধারণ কথ্য আরবি)।
- হাইতি: উচ্চ বাচনিকরূপ (প্রমিত ফরাশি), নিম্ন বাচনিকরূপ (ফরাশি ক্রেয়ল)।

দ্বিবাচন তত্ত্বের সম্প্রসারণ

ফার্গুসনের পরে দ্বিবাচন ধারণাকে আরও সম্প্রসারিত করেন সমাজভাষাবিজ্ঞানী ফিশম্যান। তিনি একে চিহ্নিত করেন 'Fishman's extension' বা 'Broader diglossia' হিসেবে। ফিশম্যান দ্বিবাচনের সঙ্গে দ্বিভাষিকতা (Bilingualism) একত্রে আলোচনা করেছেন। দ্বিভাষী রাষ্ট্রে দুটি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা পরিপূরক সম্পর্ক প্রদর্শন করে। যেমন – প্যারাগুয়েতে কথকরা স্প্যানিশ 'H' (high) ভাষা এবং গুয়ারানি 'L' (low) ভাষা ব্যবহার করে। ভাষা ত্রিরীতিও (Triglossia) দেখা যায়, যেখানে দুটি 'H' ও একটি 'L' ভাষা অথবা দুটি 'L' রূপ ও একটি 'H' রূপ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রথম অবস্থা দেখা যায় তিউনিসিয়াতে, যেখানে আরবি 'L' রূপ কিন্তু ধ্রুপদী আরবি এবং ফারসি ভাষা 'H' রূপ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া জটিল বহুভাষী ভাষা–সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুরীতিও (Polyglossia) থাকতে পারে, যেখানে একাধিক 'H' ও 'L' রূপ সহাবস্থান করে, যেমন–সিঙ্গাপুর। আবার প্লাট (Platt, 1977) এমন এক বহুরীতির কথা উল্লেখ করেছেন যেখানে 'H' ও 'L' রূপের মধ্যে অবস্থান করতে পারে এক সেট 'মিডল' ভ্যারাইটি বা M ভ্যারাইটি (গুলশান, ২০১২)। ফার্গুসনের দ্বিবাচনের ধারণার ভিত্তিতে আনশেন (Anshen, 1988) দ্বিবাচনের তিনটি মানদণ্ড উল্লেখ করেন;

ক. দুটো ভাষা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত হবে।

খ. উচ্চ বাচনিকরূপ কারো মাতৃভাষা বা প্রথম ভাষা হবে না।

গ. দুই বাচনিক রূপের মধ্যে পারস্পারিক বোধগম্যতা কম অথবা একেবারেই থাকবে না।

বাংলা ভাষায় দ্বিবাচন ধারণার পর্যালোচনা

ফার্গুসন বাংলা ভাষায় সাধু ও চলিতরূপকে HB (High Bengali) এবং SCB (Standard Colloquile Bengali) বলে অভিহিত করেছেন। তবে মৃণাল নাথ (১৯৯৯) অবহিত করেন যে সাধু ও চলিত দ্বিবাচনিক নয়, বাংলা মান্য ভাষার এবং উপভাষার যে সম্পর্ক তা অনেকটাই দ্বিবাচনের মতো একথা খোদ ফার্গুসনই কবুল করেন তাঁর দ্বিবাচন সম্পর্কিত প্রবন্ধ প্রকাশের অনেক পরে। অনেক সমাজভাষাবিজ্ঞানী বাংলাদেশে

দ্বিবাচনিক পরিস্থিতি রয়েছে বলে মনে করেন। এ প্রসঙ্গে দুটি মত পাওয়া যায়। অধিকাংশের মতে, সাধু ও চলিত বাচনিকরূপ বাংলা ভাষার জন্য দ্বিবাচন। কেউ কেউ মনে করেন, প্রমিত বাংলা ও আঞ্চলিক উপভাষা দ্বিবাচনিক পরিস্থিতি তৈরি করেছে। উদয়নারায়ণ সিংহ (১৯৭৬) চলিত ও সাধু ভাষারূপকে দ্বিবাচনিক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সুহাস চট্টোপাধ্যায় এবং আফিয়া এস দিল ভাষিক সংগঠন এবং সামাজিক ফাংশনের ওপর ভিত্তি করে সাধু ও চলিত বাচনিকরূপকে দুটো আলাদা কোড হিসেবে বিবেচনা করেছেন এবং এই দুটো কোডের ভিত্তিতে বাংলাদেশের দ্বিবাচন পরিস্থিতি রয়েছে বলে তারা মনে করেন (Dil, 1991, 2014)। তাঁদের এ মতকে রাজীব হুমায়ুন (২০০১) ও সুভাস ভট্টাচার্য (২০১৪) সমর্থন করেছেন।

হুমায়ুন আজাদ (১৯৮৮) জানাচ্ছেন, ফার্গুসনের দ্বিরীতিভিত্তিক পরিস্থিতির কিছু বৈশিষ্ট্য উপস্থিত বাংলা ভাষা-পরিস্থিতিতে। বাংলা ভাষায় আছে দুটি বাচনিকরূপ। সাধুভাষা ও চলিত ভাষা বা চলতি ভাষা। বাংলা ভাষা আলোচকেরা এ-বাচনিকরূপ দুটির প্রথমটির নাম সম্পর্কে নিশ্চিত — সবাই এটিকে 'সাধু ভাষা' কিংবা কেউ কেউ বিশেষণ যোগ করে 'গৌড়ীয়' সাধুভাষা নামে চিহ্নিত করেছেন। তবে দ্বিতীয় বাচনিকরূপটির নাম সম্পর্কে অনেকেই অনিশ্চিত। বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৭৮) এ বাচনিকরূপের কোন নাম খুঁজে পাননি। তাই বলেছেন 'একটির নাম সাধুভাষা অপরটির নাম 'অপর ভাষা'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একে কখনো বলেছেন 'প্রাকৃত বাংলা' কখনো 'চলতি ভাষা'। হুমায়ুন আজাদ (১৯৮৮) আরো জানাচ্ছেন – ফার্গুসন আদর্শ দ্বিভাষিক রীতির যে বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন তা সামান্যই বিদ্যমান বাংলা ভাষা-পরিস্থিতিতে। সাধুভাষা সম্পূর্ণরূপেই একটি লেখ্য বা সাহিত্যিক রীতি যা — এক সময়ে ব্যবহৃত হতো ব্যাপকভাবে কিন্তু এখন তার অবস্থান সংকীর্ণ। চলিত রীতিই এখন সর্বব্যাপক – লেখ্য ও কথ্য উভয় বিশ্ব এখন চলিত রীতির অধিকারে। আদর্শ দ্বিরীতিভিত্তিক পরিস্থিতিতে উচ্চ ও নিম্ন বাচনিকরূপকে মনে হয় দুটি সম্পূর্ণ পৃথক ভাষা; কিন্তু বাংলা ভাষা তেমন নয়। বাংলায় সাধু ও চলিত বাচনিকরূপের মধ্যে রয়েছে বহু সম্পর্ক তাই ডিমক (Dimok, 1960) এ বাচনিকরূপ দুটিকে গণ্য করেছেন 'একই ভাষার দুই বিপরীত মেরু' রূপে (সূত্র: আজাদ, ১৯৮৮)। পবিত্র সরকার (১৯৯৮)–এর মতে, ১৯৫০ পর্যন্ত 'সাধুভাষা' ও 'শিষ্ট বা মান্য চলিত ভাষা'–এই দুটো স্ট্যান্ডার্ড পাশাপাশি চলেছে। ১৯১৪–র আগে কেবল চিঠিপত্রে ও নাটকের সংলাপে চলিত ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে, যদিও তখন সাধু ভাষার প্রাবল্য ছিল। ১৯৫০–এর পরে আবার চলিত ভাষার প্রয়োগ বেড়েছে এবং ১৯৬৫–তে ২২ মার্চ থেকে সংবাদপত্রে চলিত ভাষা গৃহীত হওয়ার পর স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে, এখন সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছে। কিন্তু যখন দুটি স্ট্যান্ডার্ড, মূলত প্রতিযোগীর মতো পাশাপাশি ব্যবহৃত হতে থাকে, তখন যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাই দ্বিবাচন। বাংলা ভাষায় দ্বিবাচনিক পরিস্থিতি সম্পর্কে মৃণাল নাথ একটি ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি মনে করেন বাংলায় যদি দ্বিবাচন থাকে তা মান্য ভাষা এবং উপভাষার সঙ্গে হতে পারে — সাধু চলিতের সঙ্গে নয় (নাথ, ১৯৮৯)। পরবর্তী সময়ে তিনি তাঁর মত থেকে

কিছুটা সরে এসে উল্লেখ করেন যে, 'দ্বিবাচন ধারণাকে যদি গ্রহণ করি তাহলে আঞ্চলিক ভাষাসমূহকে (বাংলার ক্ষেত্রে) নিম্ন বুলি বলতে হবে। সাধু তখন হবে উচ্চ বুলি, কারণ উচ্চ বুলি কারো মাতৃভাষা নয়' (নাথ, ১৯৮৯)। দ্বিবাচন প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ নতুন চিন্তার অবতারণা করেন রাহেলা বানু (Rahela Banu, 2002)। তিনি বাংলাদেশে দ্বিবাচনিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেছেন মূলত বাংলা ও অন্যান্য ভাষা পরিস্থিতির আলোকে। এক্ষেত্রে ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রসঙ্গও বিবেচ্য ছিল। ব্রিটিশ শাসনামলে এ অঞ্চলে ধ্রুপদী দ্বিবাচন (classic diglossia) প্রচলিত ছিল। সে সময় ইংরেজি ছিল 'H' ভ্যারাইটি। ১৯৪৭ সালের পর তৈরি হয় ব্যর্থ বা অস্থায়ী ত্রিবাচন (Unstable/failed triglossia) যা ছিল উর্দু, ইংরেজি ও বাংলা ভাষার মধ্যে। স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশে বাংলা ভাষা তথা চলিত বাংলার মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং ফ্যাসোল্ড বর্ণিত দ্বৈত অধিক্রমণ (double overlapping diglossia) দ্বিবাচনিক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে – যেখানে বাংলা ভাষাটি একাধিক্রমে ইংরেজির তুলনায় নিম্ন, আবার আঞ্চলিক ভাষাসমূহের তুলনায় উচ্চ ভাষারীতিতে পরিণত হয়। সর্বশেষে তিনি বাংলাদেশের ভাষা– পরিস্থিতিকে ফ্যাসোল্ড–এর 'leaking diglossia' ধারণার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বলে মনে করেন যে ক্ষেত্রে পূর্ব-নির্ধারিত ইংরেজি ভাষার স্থলে ক্রমশ বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হতে শুরু করে।

বর্তমান প্রবন্ধে পর্যবেক্ষণ ও উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিচের চলকসমূহের আলোকে বাংলাদেশের বাংলা ভাষার দ্বিবাচনিক পরিস্থির স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

মৌখিক ভাষার চলক

১. আনুষ্ঠানিক সভা/মিটিং, ২. অনানুষ্ঠানিক আলোচনা ও কথোপকথন, ৩. টেলিফোন, ৪. সংসদ, ৫. কোর্ট, ৬. সংবাদ, ৭. ধারাভাষ্য, ৮. সাক্ষাৎকার, ৯. বিজ্ঞাপন, ১০. টিভি নাটক, ১১. অন্যান্য টিভি ও রেডিও অনুষ্ঠান, ১২. টক শো, ১৩. সিনেমা, ১৪. এফ এম রেডিও, ১৫. অফিস, ১৬. ব্যবসায়িক কথোপকথন, ১৭. স্কুল, ১৮. সংগীত, ১৯. মসজিদ, মন্দির ও গির্জা, ২০. নির্দেশনা বা হুকুম, ২১. বক্তৃতা, ২২. রাজনৈতিক বক্তৃতা, ২৩. সেমিনার, ২৪. কথোপকথন, ২৫. স্কাইপে, ২৬. ভাইবার, ২৭. মোবাইল ও টেলিফোন, ২৮. ডকুমেন্টারি বা প্রামাণ্যচিত্র, ২৯. বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা, ৩০. রাস্তাঘাট ও যানবাহনে ক্যানভাস ও হকার, ৩১. ভিক্ষাবৃত্তি ইত্যাদি মৌখিক ভাষার এসব চলকের ব্যবহার বেশি থাকায় গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে উপর্যুক্ত চলকসমূহ নিবার্চন করা হয়েছে।

লিখিত ভাষার চলক

১. ব্যক্তিগত লেখা, ২. ক্লাস লেকচার, ৩. দাপ্তরিক প্রকাশনা, ৪. ব্যবসায়িক চিঠি, ৫. অ্যাকাডেমিক লেখা, ৬. আমন্ত্রণ পত্র, ৭. কবিতা, ৮. গল্প, ৯. উপন্যাস, ১০.

লোকসাহিত্য, ১১. সংবাদ পত্র, ১২. ব্যঙ্গচিত্র, ১৩. বিলবোর্ড, ১৪. বিভিন্ন পণ্যর ওপর লেখা, ১৫. দেয়াল লিখন, ১৬. সাইনবোর্ড ও ব্যানার, ১৭. গাড়ির নম্বর প্লেট, ১৮. বিভিন্ন যানবাহনের ওপর লেখা, ১৯. খুদে বার্তা (SMS), ২০. ফেসবুক ও টুইটার, ২১. ই-মেইল, ২২. ফ্যাক্স ইত্যাদি। উপর্যুক্ত চলকসমূহের পাশাপাশি টিভি বিজ্ঞাপন ও বিলবোর্ডের কিছু লিখিত বাক্যও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

উপর্যুক্ত চলকসমূহ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রচলিত বাচনিকরূপের প্রকৃতি উন্মোচন করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। মৌখিক বাচনিকরূপের প্রতিটি চলকের বাক্‌কৃতি (speech act), প্রমিত, মিশ্র ও আঞ্চলিক বাচনিকরূপের ব্যবহার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া লিখিত ভাষার পাঠের ধরন, লেখক, প্রমিত, মিশ্র এবং আঞ্চলিক রূপের ব্যবহারের প্রকৃতি নির্ণয় করা হয়েছে।

উপাত্ত উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

নিচে প্রমিত, মিশ্র ও আঞ্চলিক বাচনিকরূপের ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহ উপস্থাপন করা হলো।

মৌখিক (Spoken)						
ক্রমিক	প্রসঙ্গ	বাক্ ঘটনা	ভাষী/ব্যবহারকারী	প্রমিত বাচনিকরূপ	মিশ্র বাচনিকরূপ	আঞ্চলিক বাচনিকরূপ
১	আনুষ্ঠানিক সভা/মিটিং	গঠনমূলক আলোচনা	সকল ভাষী	√	√	√
২	অনানুষ্ঠানিক	উন্মুক্ত আলাপচারিতা	সকল ভাষী	√	√	√
৩	টেলিফোন	কথপোকথন	সকল ভাষী	√	√	√
৪	সংসদ	বিল উপস্থাপন, তর্ক, কিতর্ক ও যুক্তি	রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব	√	√	√
৫	কোর্ট	যুক্তি উপস্থাপন ও সাক্ষ্য	আইনজীবী ও সাক্ষী	√	√	√
৬	সংবাদ	বিষয় ভিত্তিক	সংবাদ পাঠক	√	×	×
৭	ধারাভাষ্য	খেলাধুলা	ধারভাষ্যকার	√	√	×
৮	সাক্ষাৎকার	উপস্থাপক/সঞ্চালক/ দর্শক	অতিথি, উপস্থাপক/ সঞ্চালক ও দর্শক	√	√	√
৯	বিজ্ঞাপন	পণ্যভিত্তিক	অভিনেতা/অভিনেত্রী/মডেল	√	√	√
১০	টিভি নাটক	কাহিনিভিত্তিক	অভিনেতা/অভিনেত্রী/মডেল	√	√	√
১১	অন্যান্য টিভি ও রেডিও অনুষ্ঠান	বিষয়ভিত্তিক অনুষ্ঠান	উপস্থাপক অভিনেতা/ অভিনেত্রী/মডেল ও অতিথি	√	√	√
১২	টক শো	বিষয় ভিত্তিক	বিভিন্ন শ্রেণি পেশার লোক	√	√	√

১৩	সিনেমা	কাহিনি ভিত্তিক	অভিনেতা/অভিনেত্রী/মডেল	√	√	√
১৪	এফ.এম রেডিও	কথোপকথন	কথা বন্ধু/সঞ্চালক	√	√	×
১৫	অফিস	প্রাতিষ্ঠানিক পরিমণ্ডল	সহকর্মী	√	√	√
১৬	ব্যবসায়িক কথোপকথন	ব্যবসায়ের ধরনভিত্তিক	ব্যবসায়ী	√	√	√
১৭	স্কুল	ক্লাস	শিক্ষক ও শিক্ষার্থী	√	√	√
১৮	সংগীত	বিষয় ভিত্তিক	সকল	√	√	√
১৯	মসজিদ, মন্দির ও গির্জা	ধর্মীয় অনুষ্ঠান	ধর্মগুরু	√	√	√
২০	নির্দেশনা বা হুকুম	গৃহকর্মী ও হোটেলের বেয়ারা ও শ্রমিকদের নির্দেশনা প্রদান	সকল ভাষী	√	√	√
২১	বক্তৃতা	কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়	শিক্ষক/গবেষক	√	√	×
২২	রাজনৈতিক বক্তৃতা	অনুষ্ঠান ভিত্তিক	রাজনৈতিক ব্যক্তি	√	√	√
২৩	সেমিনার	বক্তৃতা	শিক্ষক/গবেষক/ শিক্ষার্থী	√	√	×
২৪	কথোপকথন	সেমিনারের পরবর্তী সময়	শিক্ষক/গবেষক/ শিক্ষার্থী	√	√	×
২৫	স্কাইপে	কথোপকথন	সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার ভাষী	√	√	√
২৬	ভাইবার	কথোপকথন	সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার ভাষী	√	√	√
২৭	মোবাইল ও টেলিফোন	কথোপকথন	সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার ভাষী	√	√	√
২৮	ডকুমেন্টারি বা প্রামাণ্যচিত্র	বিষয়ভিত্তিক	বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সংবাদ সংস্থা	√	√	√
২৯	বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা	বিষয়ভিত্তিক	সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার ভাষী	√	√	√
৩০	রাস্তাঘাটে ও যানবাহনে ক্যানভাস, ফেরিওয়ালা ও অন্যান্য পেশা	পেশাভিত্তিক	ক্যানভাসার ও ফেরিওয়ালা	√	√	√
৩১	ভিক্ষাবৃত্তি	পেশাভিত্তিক	ভিক্ষুক	√	√	√

লিখিত (Written)						
ক্রমিক	প্রসঙ্গ	পাঠের ধরণ	ভাষী/ব্যবহারকারী	প্রমিতরূপ	মিশ্ররূপ	আঞ্চলিকরূপ
১	লেখা	চিঠি	সকল ভাষী	√	√	×
২	ক্লাস লেকচার	নোট	শিক্ষার্থী	√	×	×
৩	দাপ্তরিক প্রকাশনা	চিঠি, রিপোর্ট, প্রতিবেদন, প্রেস বিজ্ঞপ্তি, বিজ্ঞাপন, টেন্ডার নোটিশ, দরপত্র ও প্রজ্ঞাপন	সকল	√	×	×
৪	ব্যবসায়িক চিঠি	বন্ধু, অংশীদার ও ক্রেতা	ব্যবসায়ী	√	×	×
৫	অ্যাকাডেমিক লেখা	গ্রন্থ, প্রবন্ধ, পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী, স্মরণিকা ও পরীক্ষার খাতা	শিক্ষক, গবেষক ও লেখক	√	×	×
৬	আমন্ত্রণপত্র	অনুষ্ঠানভিত্তিক	সকল ভাষী	√	×	×
৭	কবিতা	বিষয়ভিত্তিক কবিতা	কবি	√	√	√
৮	গল্প	বিষয়ভিত্তিক গল্প	লেখক	√	√	√
৯	উপন্যাস	বিষয়ভিত্তিক	লেখক	√	√	√
১০	লোকসাহিত্য	অঞ্চলভিত্তিক	লেখক	√	√	√
১১	সংবাদপত্র	বিষয়ভিত্তিক লেখা	সাংবাদিক	√	√	×
১২	ব্যঙ্গচিত্র	রাজনৈতিক ব্যাঙ্গচিত্র	কার্টুনিষ্ট	√	√	√
১৩	বিলবোর্ড	বিজ্ঞাপন	প্রতিষ্ঠান ও বিষয় ভিত্তিক	√	√	√
১৪	বিভিন্ন পণ্যর ওপর লেখা	পণ্যভিত্তিক	বিভিন্ন কোম্পানি	√	√	×
১৫	দেয়াল লিখন	বিষয়ভিত্তিক	বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান	√	√	×
১৬	সাইনবোর্ড ও ব্যানারে	বিষয়ভিত্তিক	বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান	√	√	×
১৭	গাড়ির নাম্বার প্লেট	গাড়ি চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে	বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ	√	×	×
১৮	বিভিন্ন যানবাহনের ওপরে লেখা	গন্তব্যভিত্তিক	পরিবহণ ও মালিক সংস্থা	√	√	×
১৯	খুদে বার্তা	প্রসঙ্গভিত্তিক	সকল ভাষী	√	√	√
২০	ফেসবুক ও টুইটার	বিভিন্ন পোস্ট, লাইক ও মন্তব্য	সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার লোক জন	√	√	√
২১	ই-মেইল	ই-মেইল করা	সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার লোক জন	√	√	×
২২	ফ্যাক্স	ফ্যাক্স করা	সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার লোক জন	√	√	×

ছক-১: প্রমিত, মিশ্র ও আঞ্চলিক ভাষারূপ ব্যাবহারের ক্ষেত্র বিভাজন

বাচনিক ভাষারূপে চলক ব্যবহারের প্রকৃতি

উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় আনুষ্ঠানিক সভার গঠনমূলক আলোচনায় মিশ্র ও আঞ্চলিক বাচনিকরূপের তুলনায় প্রমিত বাচনিকরূপই বেশি ব্যবহৃত হয়। মৌখিক ভাষার অনানুষ্ঠানিক উন্মুক্ত আলোচনার বাক্‌কৃতিতে সকল ভাষী প্রমিত, মিশ্র ও আঞ্চলিক– এ তিনটি বাচনিকরূপ ব্যবহার করে। টেলিফোনের আলাপচারিতায় তিনটি বাচনিকরূপই সমনাভাবে ব্যবহৃত হয়। সংসদে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আলাপচারিতার ক্ষেত্রে তিনটি বাচনিকরূপ ব্যবহার করলেও সেখানে মিশ্ররূপই বেশি ব্যবহার হয়ে থাকে। রাজনৈতিক ব্যঙ্গচিত্রে তিনটি বাচনিক রূপের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। রেডিও ও টেলিভিশনের সংবাদ পাঠকগণ কেবল প্রমিত বাচনিকরূপই ব্যবহার করে থাকেন। ধারভাষ্য, অতিথিদের সাক্ষাৎকার এবং উপস্থাপনায় প্রমিত রীতির পাশাপাশি মিশ্র বাচনিকরূপের বহুল ব্যবহার রয়েছে। কোর্টে সাক্ষীরা তিনটি বাচনিকরূপ ব্যবহার করলেও আইনজীবীরা প্রমিতরূপই ব্যবহার করেন। তবে ক্ষেত্র বিশেষে মিশ্র বাচনিকরূপও ব্যবহৃত হয়। বিজ্ঞাপনে তিনটি বাচনিকরূপেরই ব্যবহার রয়েছে। টিভি নাটক এবং বাংলা সিনেমায় তিনটি বাচনিকরূপের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এফ.এম রেডিওতে প্রমিতরূপের তুলনায় মিশ্র বাচনিকরূপ বেশি ব্যবহৃত হয়। স্কুলে পাঠদানের ক্ষেত্রে প্রমিত ও মিশ্র বাচনিকরূপের ব্যবহার অধিক হলেও এখন গ্রামের স্কুলসমূহে আঞ্চলিক বাচনিকরূপে পাঠদান করা হয়। আঞ্চলিক ও মিশ্র বাচনিকরূপের পাশাপাশি সংগীতে প্রধানত প্রমিত বাচনিকরূপ ব্যবহৃত হয়। মসজিদ মন্দিরে প্রমিতরূপের ব্যবহার হয়ে থাকে।

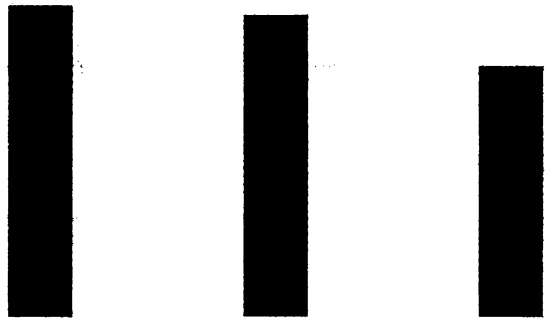

ছক–২: বাংলা ভাষার বাচনিকভাষারূপ ব্যবহারের পরিসংখ্যান

তবে গৃহের ভৃত্য, হুকুম বা আদেশের ক্ষেত্রে তিনটি বাচনিকরূপেরই ব্যবহার ঘটে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদান ও সেমিনারে প্রমিত বাচনিকরূপ ব্যবহৃত হলেও সেমিনার পরবর্তী সময়ের কথোপকথনে মিশ্ররূপের প্রচলন রয়েছে। ব্যবসায়িক কথোপকথনেও এ তিনটি বাচনিকরূপের ব্যবহার লক্ষণীয়। এছাড়া বর্তমানে স্কাইপে ও ভাইবারে তিনটি বাচনিকরূপের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। মোবাইল ও টেলিফোনে তিনটি বাচনিকরূপের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এছাড়া বিভিন্ন ডকুমেন্টারি বা প্রামাণ্য চিত্রেও এ তিনটি বাচনিকরূপ ব্যবহৃত হয়। বন্ধুদের সাথে আড্ডা, রাস্তাঘাট ও যানবাহনে ক্যানভাস, ফেরিওয়ালা ও ভিক্ষাবৃত্তির ক্ষেত্রে তিনটি বাচনিকরূপ ব্যবহৃত হয়। মৌখিক ভাষার উপর্যুক্ত চলক ব্যবহারের একটি পরিসংখ্যান ছক-২ এ উপস্থাপিত হয়েছে। মৌখিক ভাষার বিভিন্ন চলক ব্যবহারের পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে প্রমিত বাচনিকরূপ ৩১টি ক্ষেত্রে, মিশ্র বাচনিকরূপ ৩০টি ক্ষেত্রে এবং আঞ্চলিক বাচনিকরূপ ২৫টি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে।

লিখিত ভাষারূপে চলক ব্যবহারের প্রকৃতি

লিখিত নথি পর্যবেক্ষণে দেখা যায় দাপ্তরিক চিঠিপত্র, দলিল পত্রাদি, বিয়ের কাবিন নামা– এসব ক্ষেত্রে পুরোপুরি সাধুরীতি অনুসৃত হলেও ব্যক্তিগত চিঠিপত্র, আবদনপত্র, দোকানের হিসাব নিকাশ, মানপত্রের ভাষায়, আমন্ত্রণপত্র, পত্রিকার ব্যঙ্গচিত্রে, কৌতুক বা ব্যঙ্গাত্মক রচনায় প্রমিত, মিশ্র এবং কখনও কখনও সাধু ভাষা ব্যবহৃত হয়। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, সাধু ভাষারূপ ব্যবহারের ক্ষেত্র ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। ক্লাস নোট লেখার ক্ষেত্রে প্রমিত ভাষারূপের ব্যবহার হয়।

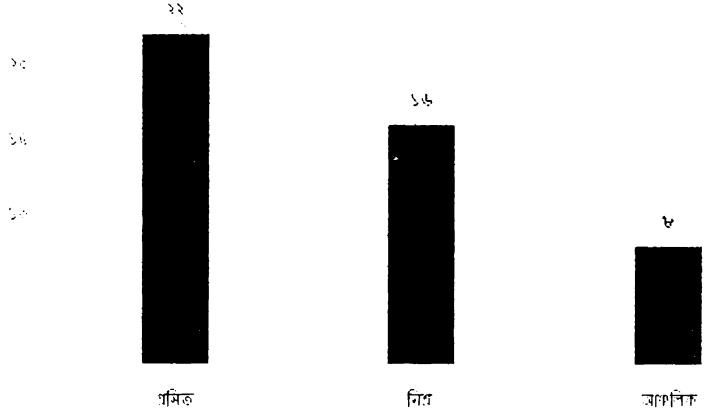

ছক–৩: লিখিত ভাষারূপ ব্যবহারের পরিসংখ্যান

সংবাদের রিপোর্টে প্রমিত ভাষারূপ ব্যবহৃত হলেও অনেক ক্ষেত্রে শিরোনামে মিশ্র ভাষরূপের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়, যেমন- ক্যাম্পাসে সবাই দারুন হেল্পফুল (*সমকাল*, বর্ষ ১২, সংখ্যা-১১২, ১৭ জুলাই, ২০১৬, পৃ. ২৪)। জয়া 'আফা' (*প্রথম আলো*, বর্ষ-১৭, সংখ্যা-৩২৮, ৮ অক্টোবর, ২০১৫, পৃ. ১) তারিন অপির 'সেলিব্রেটি ফেস্ট' (ভোরের কাগজ, বর্ষ-২৫, সংখ্যা-১৩৪, ৩০ জুন, ২০১৬, পৃ. ১২)। পাঠ্য বই, প্রবন্ধে প্রমিত ভাষারূপ ব্যবহৃত হয়। কবিতা, গল্প, উপন্যাসে তিনটি ভাষারূপের ব্যবহারই লক্ষণীয়। তবে ব্যবসায়িক পত্র এবং খুদে বার্তায় এ তিন ভাষারূপের ব্যবহার রয়েছে। বিভিন্ন যনবাহন, দেয়াল লিখন, সাইনবোর্ড ও ব্যানার, বিলবোর্ড ও বিভিন্ন পণ্যের গায়ে প্রমিত ও মিশ্র লিখিত ভাষারূপে লেখা লক্ষ করা যায়। এছাড়া ফেসবুক, ই-মেইল এবং ফ্যাক্সে প্রমিত, আঞ্চলিক ও মিশ্র এ তিনটি ভাষারূপের প্রচলন দেখা যায়। লিখিত ভাষারূপের উপর্যুক্ত চলক ব্যবহারের একটি পরিসংখ্যান নিচে উপস্থাপিত হলো।

লিখিত ভাষার বিভিন্ন চলক ব্যবহারের পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে প্রমিত ভাষারূপ ২২টি ক্ষেত্রে, মিশ্র ভাষারূপ ১৬টি ক্ষেত্রে এবং আঞ্চলিক ভাষারূপ ৮টি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে।

পর্যালোচনা

ধ্বনিতাত্ত্বিক পার্থক্য

মিশ্র ভাষারূপ ব্যবহারের সময় কোনো কোনো শব্দ, বিশেষ করে যুক্তব্যঞ্জন উচ্চারণে চলিতরূপের সাথে ভিন্নতা প্রদর্শন করে। সম্মানসূচকতা, আনুসাসিকতা (চাঁদ-চাদ, দাঁড়িয়ে-দাড়িয়ে) ও কথায় বিরতির ব্যবহার হ্রাস পেলেও ঝোঁক (stress) ব্যবহারের প্রবণতা মিশ্র ভাষারূপে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যেমন-ঝাক্কাস, জটিল, জোস ইত্যাদি। এছাড়া যুক্ত বর্ণ এবং ব্যঞ্জনদ্বিত্বের ব্যবহার মিশ্ররূপে অপেক্ষাকৃত বেশি হয়ে থাকে, যেমন-সক্কাল, পাক্কা, মাম্মা ইত্যাদি। প্রমিত ভাষারূপের 'স' /s/ মিশ্র ভাষারূপে 'শ' [S]- এ এবং 'ছ' [c^h], 'স' [s]-এ পরিণত হয়। যেমন-আসছি [a$\int c^h$i] - আসতেসি [a$\int$t̪esi], এসেছি [e$\int ec^h$i]-আসসি [a$\int\int$i], এসেছিলাম [e$\int ec^h$ilam]-আসসিলাম [a$\int\int$ilam]। মিশ্র রীতিতে 'ে' '/e/'-কার এর ব্যবহার অনেক কম, যেমন-করেছি [korec^{h}i]-করসি [korsi], করেছিলাম [korec^{h}ilam]- করসিলাম [korsilam] ইত্যাদি। এছাড়া অনেক ক্ষেত্রেই 'জ' /j/ এর উচ্চারণ 'য' [z] এবং 'এ'/e/-এর উচ্চারণ 'অ্যা' [æ] হয়, যেমন- হাজার [hajar]-হাযার [hazar], জাহাজ [jahaj]-যাহায [zahaz], দেখা [dæek^{h}a]-দ্যাখা [dæk^{h}a], কেমন [kæmon]-ক্যামন [kæmon]। শব্দের অন্ত্য অবস্থানের মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলো অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে পরিণত হয়, যেমন-গাধা [gad̪^{h}a]-গাদা [gad̪a]। বাংলা ভাষার প্রমিত ও মিশ্র ভাষারূপের মত প্রতিটি উপভাষায় রয়েছে স্বতন্ত্র্য ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য।

রূপতাত্ত্বিক পার্থক্য

প্রমিত ও মিশ্র ভাষারূপে ক্রিয়ারূপ, বহুবচনচিহ্ন ও সর্বনামের ক্ষেত্রে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রমিতরূপে মুক্ত রূপমূলের (free morpheme) ক্ষেত্রে যেখানে ব্যবহৃত হয় খেয়েছিলাম [kʰeyecʰilam] সেখানে মিশ্ররূপে ব্যবহৃত হয় খাইসিলাম [kʰaisilam]। অনুরূপভাবে, দিয়েছিলাম [d̪iecʰilam]-দিসিলাম [d̪iisilam], করে [kore]-কইরা [koi̯ra] ইত্যাদি। বহুবচনের ক্ষেত্রে বদ্ধ রূপমূল (Bound morpheme) -গুলো [gulo] বা -গুলি [guli]-এর পরিবর্তে-গুলা [gula]-র ব্যবহার অধিক, যেমন-আমগুলো [amgulo]-আমগুলা [amgula], বইগুলো [boi̯gulo]-বইগুলা [boi̯gula] ইত্যাদি। সর্বনাম ব্যবহারের ক্ষেত্রে দুই ভাষারূপের তফাৎ অনেক, যেমন-তাঁর [t̪ār]-তা...আর [t̪...ar], সবাই [Sɔbai̯]- সব্বাই [Sɔbbai̯] প্রভৃতি। নির্দেশকের ক্ষেত্রে প্রমিত ভাষারূপে -টি [ti] এর পরিবর্তে -টা [ta]-এর ব্যবহার অধিক, যেমন-হাতটি ধর [hat̪ ti d̪ʰɔro]-হাতটা ধর [hat̪ ta d̪ʰɔro], দশটি টাকা দাও [d̪ɔʃ ti taka d̪ao̯]-দশটা টাকা দাও [d̪ɔʃ ta taka d̪ao] ইত্যাদি। মিশ্র ভাষারূপে ক্রিয়ার ধাতুর সাথে অতীতকালে নিয়মিত ভাবেই -সিলাম, -সিল, -সিলেন যুক্ত হয়। বর্তমান কালে- সি /si/,-সে /se/, ও -সেন /sen/ যুক্ত থাকে। ভবিষ্যৎ কালে-বো /bo/, -বে /be/,-বেন /ben/ একই থাকে। এছাড়া আরও সূক্ষ্ম ও অনুদ্‌ঘাটিত রূপতাত্ত্বিক পার্থক্য রয়েছে প্রমিত ও মিশ্র রীতির মধ্যে। সাম্প্রতিকালে প্রমিত ভাষারূপের ক্রিয়াপদ -ব /bi̯/, -বে /be/, -বেন /ben/ থেকে -বা /ba/-তে পরিণত হচ্ছে, যেমন-যাবা [zaba], খাবা [kʰaba], নিবা [niba], দিবা [d̪iba], জানবা [janaba], ভাববা [bʰabba] প্রভৃতি। মিশ্র রূপে রূপমূলের সংক্ষেপণ পরিলক্ষিত হয়। যেমন- ওয়ালা (বাড়িওয়াল)-আলা (বাড়িআলা)। প্রমিত ও মিশ্র ভাষারীতির ন্যায় প্রতিটি আঞ্চলিক ভাষায় রয়েছে স্বতন্ত্র্য রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য।

শব্দ পার্থক্য

মিশ্র ভাষারূপ চলিত ভাষারূপের সব শব্দই পরিস্থিতি অনুসারে গ্রহণ করে। চলিতরূপের বহু শব্দ মিশ্ররূপে একাধিক বিকল্প রূপ পরিগ্রহণ করেছে, যেমন-বাবা [baba]-পাপা [papa], ড্যাডি [dædi], মা [ma]-মাম্মি [mammi], মাম্মা [mamma], মম [mɔm], বন্ধু [bond̪ʰu̯]-দোস্তো [d̪ost̪o], দোস্ত [d̪ost̪], ইয়ার [iyar] প্রভৃতি। মিশ্র রূপে শব্দ গঠনে ব্যাপক বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়, যেমন-কোড পরিবর্তন (ছবি- পিক)। মিশ্র রূপে শব্দ ঋণের প্রবণতা বেশি। এক্ষেত্রে ইংরেজি এবং হিন্দি ভাষার আধিক্য লক্ষ করা যায়, যেমন- টাইমপাস, অ্যাসিডিটি, প্যায়ার, মারডালা ইত্যাদি। মিশ্র ভাষার শব্দ

তৈরির ক্ষেত্রে কিছু কৌতূহলোদ্দীপক প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়, যেমন– বেটাইম। প্রমিত ও মিশ্র ভাষারীতির ন্যায় আঞ্চলিক ভাষারও রয়েছে স্বতন্ত্র্য শব্দ ভাণ্ডার।

বাক্যিক পার্থক্য

বাংলা ভাষার বাক্যিক নিয়ম কর্তা–কর্ম–ক্রিয়া (SOV) পদক্রম রক্ষা করা যেমন প্রমিতরূপের বৈশিষ্ট্য, তেমনি প্রথাগত পদক্রমের ব্যত্যয় ঘটিয়ে বৈচিত্র্য সৃষ্টি মিশ্র ভাষারূপের প্রকৃতি। মিশ্র ভাষারূপে বাক্যে অধিক পরিমাণে কোড মিশ্রণ (Code mixing) লক্ষ করা যায়, যেমন–এখন সব মা–ই হবে super mom, 7Up–এর refreshing flavour–এ মন বলে। feel up, বাবা ১০০ টাকা দেওতো recharge করবো, এই তোর ব্যাগ ready ইত্যাদি। প্রমিত ভাষারূপের ন্যায় বাংলা আঞ্চলিক ভাষারূপের বাক্যিক নিয়ম কর্তা–কর্ম–ক্রিয়া (SOV) হলেও কোনো কোনো আঞ্চলিক ভাষারূপে এ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটে এবং না– বোধকতা বাক্যের পূর্বে চলে আসে, যেমন– চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষা (ন্য' যাইয়ুম অর্থাৎ যাবনা)।

আর্থ পার্থক্য

অর্থ ব্যাপারটি বিমূর্ত হওয়ায় ভাষার প্রাত্যহিক ব্যবহারে তা সচরাচর ধরা পড়ে না। একই সময়ে ব্যবহৃত কোনো শব্দ প্রমিত ও মিশ্র ভাষারূপে ভিন্নার্থে প্রয়োগ দুর্লভ নয়। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত এমন কিছু শব্দ হচ্ছে অস্থির, জটিল, কঠিন, জোস, সেই প্রভৃতি– যা মূল অর্থ থেকে বিচ্যুত হয়ে নতুন অর্থ ধারণ করেছে। 'অস্থির' শব্দটির মূল বা আভিধানিক অর্থ চঞ্চল, বর্তমানে তা ব্যবহৃত হচ্ছে চমৎকার, খুব সুন্দর অর্থে। একইভাবে আরেকটি শব্দ 'জটিল' যার আভিধানিক অর্থ কঠিন বা জটযুক্ত। মিশ্র বাচানিকরূপে এ শব্দের অর্থ দাঁড়িয়েছে 'অসাধারণ', 'চিত্তাকর্ষক' ইত্যাদি। 'কঠিন ও সেই' শব্দ দুটি ইদানীং খুব ভালো অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। 'জোশ' [joʃ] বা 'জোস' [jos] শব্দটির মূল বা আভিধানিক অর্থ বল বা শক্তি, কিন্তু এর পরিবর্তিত অর্থ 'অতি ভাল'। এরকম আরও কিছু শব্দ আছে যা প্রমিত ভাষারূপকে কেবল ভিন্নার্থেই উপস্থাপন করছে না, কিছুটা বিভ্রান্তিরও সৃষ্টি করছে, যেমন– মামা [mama], খালা [kʰala] প্রভৃতি। আত্মীয়তাসূচক সম্বোধন হলেও বর্তমানে মিশ্র বাচনিকরূপে 'মামা'–'খালা' দারোয়ান থেকে শুরু করে গাড়ির চালক, কাজের লোক, চা বিক্রেতা, রিক্সাওয়ালাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হচ্ছে। বিশেষত 'মামা' শব্দটি বাস্তব জীবনে বন্ধুদের আড্ডা থেকে নাটক, সিনেমা এমনকি বিজ্ঞাপনেও ভিন্ন মাত্রায় প্রচলিত হয়ে পড়েছে। এর রয়েছে নানামুখী প্রায়োগিক অর্থ, যেমন–পরীক্ষাতো ফাটাইয়া দিলাম মামা (এক্ষেত্রে 'মামা' শব্দটি বন্ধু নির্দেশক), ভাড়াটা দ্যান মামা (এক্ষেত্রে 'মামা' শব্দটির অর্থ যাত্রী)। মিশ্র বাচনিকরূপে অর্থের প্রসার, সংকোচন এমন কি অর্থের পরিবর্তনও ঘটছে।

প্রমিত ও মিশ্র ভাষারূপের মধ্যে ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব ও অর্থতাত্ত্বিক পার্থক্যসমূহ নিচের ছকে উপস্থাপিত হলো। বাংলাদেশের বাংলাভাষার একাধিক

আঞ্চলিক বাচনিকরূপের মধ্যে রয়েছে ধ্বনি, রূপ, বাক্য ও অর্থতাত্ত্বিক পার্থক্য। বাংলা ভাষায় একাধিক আঞ্চলিক বাচনিকরূপ থাকায় এখানে তা উপস্থাপন করা সম্ভব হয়নি।

ধ্বনিতত্ত্ব		
আনুনাসিকতা হ্রাস		
প্রমিত ভাষারূপ	মিশ্র ভাষারূপ	IPA
চাঁদ	চাদ	[cad̰]
দাঁড়িয়ে	দাড়িয়ে	[d̰aɽie]
ব্যঞ্জনদ্বিত্বর প্রবণতা		
প্রমিত ভাষারূপ	মিশ্র ভাষারূপ	IPA
সকাল	সক্কাল	[Sɔkkal]
পাকা	পাক্কা	[pakka]
মামা	মাম্মা	[mamma]
রূপতত্ত্ব		
বিশেষ্য শব্দশ্রেণি		
প্রমিত ভাষারূপ	মিশ্র ভাষারূপ	IPA
বাবা	আব্বা, আব্বু, পাপা, ড্যাডি	[abba], [abbu], [papa, [dædi]
মা	আম্মা, আম্মু	[amma], [ammu]
বন্ধু	দোস্তো, দোস্ত	[d̰ɔsṭo], [d̰ɔsṭ]
সর্বনাম		
প্রমিত ভাষারূপ	মিশ্র ভাষারূপ	IPA
তাঁর	তার	[ṭ̰ar]
সবাই	সব্বাই	[sɔbbai̯]
আপনি	আপনে	[apne]
না-বোধক রূপমূল		
প্রমিত	মিশ্র	IPA
করেনি	করেনাই	[kɔrenai̯]
যাবেনা	যাইবিনা	[jai̯bina]
খাবেনা	খাইবিনা	[kʰai̯bina]
যৌগিক ক্রিয়া		
প্রমিত ভাষারূপ	মিশ্র ভাষারূপ	IPA
যেয়ে দেখব	যাইয়া/যায়া দ্যাকবো	[jai̯a]/[jaya d̰ækbo]
এসে পড়েছি	আইয়া পরসি	[ai̯a porsi]
আসছি	আসতেসি	[aʃṭ̰esi]

এসেছি	আসছিলাম	[aʃsilam]
এসেছিলাম	আসসি	[aʃsi]
করছি	করতেসি	[kort̪esi]
করেছি	করসি	[korsi]
করেছিলাম	করসিলাম	[korsilam]
এসে গিয়েছে	আইসা গ্যাসে	[ai̯ʃa gæse]
করে ফেলেছি	করে/কইরা ফ্যালসি	[kore/koi̯ra fælisi]
ঘুমিয়ে পড়	ঘুমায় পরো	[gʰumay pɔro]
খাইয়ে দাও	খাওয়ায় দাও	[kʰaoy d̪ao̯]
শিখিয়ে দাও	শিখায় দাও	[Sikʰay d̪ao̯]
চলে গিয়েছে	চইলা গ্যাসে/গ্যাসে গা	[coi̯lagæce],[gæsega]
ক্রিয়ার কাল		
প্রমিত ভাষারূপ	মিশ্র ভাষারূপ	IPA
এসেছিলাম	আসসিলাম	[aʃsilam]
খেয়েছিলাম	খাইসিলাম	[kʰaisilam]
দিয়েছিলাম	দিসিলাম	[d̪isilam]
ক্রিয়া শব্দশ্রেণি		
প্রমিত ভাষারূপ	মিশ্র ভাষারূপ	IPA
করেছি	করসি	[korsi]
গিয়েছি	গেসি	[gesi]
খেয়েছি	খাইসি	[kʰai̯si]
এসেছে	আসসে	[aʃse]
শোন	শুন	[Suno]
বাঁচালে	বাচাইলা	[bacai̯la]
বুঝেছো	বুচ্ছো	[buccʰo]
চেয়েছি	চাইসি	[cai̯si]
বিশেষণ		
প্রমিত ভাষারূপ	মিশ্র ভাষারূপ	IPA
বেশ ভাল লিখেছে	জটিল লিখসে	[jotil likʰse]
অনামিকা দেখতে অনেক সুন্দর	অনামিকা দেখতে জোস	[ɔnamika d̪ekʰt̪e jos]
বন্ধু, ছেলেটা দেখতে সুন্দর	দোস্তো, ছেলেটা দেখতে ফাটাফাটি	[d̪ost̪o, cʰeleta d̪ekʰt̪e fatafati]

ক্রিয়া বিশেষণ		
প্রমিত ভাষারূপ	মিশ্র ভাষারূপ	IPA
কেমন	ক্যামন	[kæmon]
কোথায়	কই	[koi̯]
কখন	কোন সময়	[kon somoy]
প্রমিত ও মিশ্র ভাষারূপের রূপতাত্ত্বিক পরিবর্তন		
টি-টা		
প্রমিত ভাষারূপ	মিশ্র ভাষারূপ	IPA
কলমটি দাও	কলমটা দাও	[kɔlomta d̪ao̯]
ছ-স		
প্রমিত ভাষারূপ	মিশ্র ভাষারূপ	IPA
আসছি	আসতেসি	[aʃt̪esi]
ব, বে, বেন – বা		
প্রমিত রীতি	মিশ্র রীতি	IPA
যাবে	যাবা	[zaba]
খাবে	খাবা	[kʰaba]
নিবে	নিবা	[niba]
দিবে	দিবা	[d̪iba]
বাক্যতত্ত্ব		
প্রমিত ভাষারূপ	মিশ্র ভাষারূপ	IPA
এখন সব মা-ই হবে ভাল মা	এখন সব মা-ই হবে Super mom	[ækʰon ʃɔib mai̯ hɔbe supar mɔm]
বেশি কথা বন্ধ কর	সব বকোয়াস বন্ধ	[sɔb bikoʷas bind̪ʰo]
অর্থতত্ত্ব		
মিশ্র ভাষারূপ	অর্থ	বাক্যে প্রয়োগ
অস্থির/চরম	চমৎকার, খুব সুন্দর	তোমাকে অস্থির/চরম লাগতেছে
জটিল/কঠিন	অসাধারণ, চিত্তাকর্ষক	জটিল/কঠিন লিখসে
সেই	আকর্ষণীয়	মেয়েটি দেখতে সেই
জোস/সেরম/সেরাম	অতি উচ্ছ্বাস বা অতি ভাল	খাবারটা জোস
মামা	বন্ধু, যাত্রী, হোটেল বয় প্রভৃতি	এই মামা (হোটেল বয়) একটা চা, মামা (রিক্সাওয়ালা) নীলক্ষেত যাবেন?
খালা	গৃহ-কর্ম সহায়তাকারি, বিক্রেতা	খালা ঘরটা মুইসা দ্যান, এই খালা একটা পান দ্যান

ছক-৪: প্রমিত ও মিশ্র বাচনিকরূপের মধ্যে ভাষাতাত্ত্বিক পার্থক্য

পর্যবেক্ষণ

ফার্গুসন প্রদত্ত মাপকাঠি অনুযায়ী বাংলা ভাষায় প্রাপ্ত তিনটি বাচনিক রূপের পর্যবেক্ষণ উপস্থাপন করা হলো।

(ক) প্রমিত এবং আঞ্চলিক ভাষারূপের জন্য কিছু কিছু সুনির্দিষ্ট ভূমিকাগত বিভাজন পরিলক্ষিত হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিশ্ররূপ প্রমিত ভাষার সমান্তরালে ব্যবহৃত হচ্ছে। সীমিত সংখ্যক ক্ষেত্রে প্রমিত ভাষার সাথে তা পরিপূরক অবস্থানে রয়েছে।

(খ) মর্যাদার দিক থেকে প্রমিতরূপ উচ্চ মর্যাদায় আসীন হলেও অনেক ক্ষেত্রে একই সাথে মিশ্র রূপের ব্যবহার রয়েছে। আঞ্চলিকরূপ অপেক্ষাকৃত নিম্ন মর্যাদা সম্পন্ন।

(গ) প্রমিত বাংলার দীর্ঘ দিনের লিখিত সাহিত্যিক ঐতিহ্য রয়েছে। মিশ্ররূপের সাহিত্যিক ঐতিহ্য না থাকলেও বর্তমানে ফেইস বুক, ই-মেইল, ব্লগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে এই রূপের ব্যবহার দেখা যায়। আঞ্চলিক ভাষার ক্ষেত্রে তা দেখা যায় না।

(ঘ) শিশু পরিবারে প্রথম ভাষা বা মাতৃভাষা হিসেবে আঞ্চলিক রূপটি অর্জন করে থাকে। অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের সময়ই প্রমিত বা মিশ্র রূপটি আয়ত্ত করে নেয়।

(ঙ) প্রমিত ভাষারূপের জন্য সুনির্দিষ্ট ব্যাকরণ এবং বানান ও উচ্চারণ অভিধান প্রণীত হয়েছে। মিশ্র কিংবা আঞ্চলিকরূপের ক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত।

(চ) প্রমিতরূপ, মিশ্র ও আঞ্চলিকরূপ বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত রয়েছে। তবে শব্দ ভাণ্ডার ও বাক্যরীতির দিক থেকে মিশ্ররূপ সতত পরিবর্তনশীল।

(ছ) আঞ্চলিকরূপে ব্যাকরণিক ভিন্নতা প্রদর্শন করে। অন্যদিকে মিশ্ররূপের ব্যাকরণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রমিতরূপের মতই।

(জ) প্রমিত এবং মিশ্ররূপের শব্দভাণ্ডার সাদৃশ্যপূর্ণ হলেও মিশ্ররূপ ইংরেজি ও হিন্দি শব্দবহুল। আঞ্চলিক রীতির নিজস্ব শব্দভাণ্ডার রয়েছে যা প্রমিতরূপের সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ।

(ঝ) আঞ্চলিক, মিশ্র এবং প্রমিতরূপের মধ্যে ধ্বনিতাত্ত্বিক সুনির্দিষ্ট কিছু পার্থক্য রয়েছে।

Edward C. Dimok এবং পরবর্তী সময়ে অনেক সমাজভাষাবিজ্ঞানী বাংলা সাধু ও চলিত রূপকে দ্বিবাচনিক বলে অভিহিত করেছেন। তবে মৃণাল নাথ (১৯৮৯) জানান যে স্বয়ং ফার্গুসন সাধু ও চলিতের সম্পর্ককে দ্বিবাচন বলে মানতে চান না। নিচে সাধু ও চলিতেরূপের ক্ষেত্রে ফার্গুসন নির্দেশিত মাপকাঠিসমূহ পুনর্যাচাই করা হলো।

(ক) বর্তমানে বাংলাদেশে সীমিত ক্ষেত্রে সাধু ভাষার লিখিত রূপ পাওয়া যায়। অন্যদিকে চলিত ভাষার ব্যবহার সর্বত্র।

(খ) বর্তমানে সাধুভাষা যেহেতু প্রায় অপ্রচলিত তাই মর্যাদার আলোকে এ দুটো রূপের তুলনা অযৌক্তিক।

(গ) বাংলা গদ্যের উন্মেষ কাল থেকে সাধুভাষা যেহেতু লৈখিক রূপ ছিল তাই সাধুরূপের লিখিত সাহিত্য ঐতিহ্য সমৃদ্ধ। অন্যদিক চলিতরূপেরও রয়েছে সমৃদ্ধ সাহিত্যভাণ্ডার। তবে দীর্ঘদিন থেকেই সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে চলিত রূপের ব্যবহার দেখা যায়।

(ঘ) বাংলাদেশে উচ্চরূপ হিসেবে সাধুরূপকে আয়ত্তীকরণের কোনো প্রয়াস দেখা যায় না।

(ঙ) অতীতে সাধু ভাষার ব্যাকরণ রচিত হলেও বর্তমানে চলিতরূপের ব্যাকরণ, বানান ও উচ্চারণ অভিধান প্রণীত হচ্ছে।

(চ) স্থায়িত্বের দিক বিবেচনায় সাধুরূপটি ক্রমশ বিলীয়মান।

(ছ) সাধু ও চলিতরূপের মধ্যে ব্যাকরণগত পার্থক্য রয়েছে।

(জ) সাধু ও চলিতরূপের শব্দভাণ্ডারগত পার্থক্য রয়েছে।

(ঝ) সাধুরূপের কোনো বাচনিক ব্যবহার নেই। তাই এর ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য খোঁজা বাস্তব সম্মত নয়।

অতএব এ কথা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায়, বর্তমানে বাংলাদেশে সাধু ও চলিতরূপ দ্বিবাচনিক পরিস্থিতি তৈরি করছে না। এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় আমরা তিনটি বাচনিকরূপ প্রমিত, মিশ্র ও আঞ্চলিক পাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রমিত ও আঞ্চলিকরূপের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট ভূমিকাগত বিভাজন রয়েছে। অন্যদিকে প্রমিতরূপের সাথে মিশ্ররূপের সম্পূরক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। ফার্গুসন নির্দেশিত দ্বিবাচনিক পরিস্থিতির জন্য অবশ্যিক বৈশিষ্ট্যাবলি প্রমিত ও আঞ্চলিক ভাষার ক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে প্রযোজ্য। বাংলা ভাষায় যে তিন ধরনের বাচনিকরূপ বিদ্যমান সেগুলোর মধ্যে নিসন্দেহে প্রমিত ভাষা উচ্চরূপ, প্রমিত ভাষা সাপেক্ষে মিশ্র ভাষা নিম্নরূপ, আবার আঞ্চলিক ভাষা সাপেক্ষে মিশ্র ভাষা উচ্চরূপ বলে বিবেচিত হচ্ছে।

	প্রমিত	উচ্চরূপ
উচ্চরূপ	মিশ্র	নিম্নরূপ
নিম্নরূপ	আঞ্চলিক	

ছক–৫: কাসোল্ড (Fasold, 1984) অনুসারে বাংলা ভাষায় দ্বৈত অধিক্রমণ দ্বিবাচনিক পরিস্থিতি

উপসংহার

সমাজভাষাবৈজ্ঞানিক বিবেচনায় দ্বিবাচন এমন একটি বিষয় যা কেবল ভাষাবৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্যাবলিই নয় বরং সমাজ কাঠামোতে ভিন্ন ভিন্ন ভাষিক কাঠামোর সুনির্দিষ্ট ভূমিকা বিষয়ক ভাষাবিজ্ঞান – অতিরিক্ত (extralinguistic) ও বটে। বর্তমান প্রবন্ধটি বাংলাদেশের বাংলা ভাষায় দ্বিবাচন ধারণার ক্ষেত্রে নবতর চিন্তাভাবনার দিক– নির্দেশনা মাত্র। দ্বিবাচনের ক্ষেত্রে দীর্ঘ দিন ধরে প্রচলিত সাধু-চলিত কিংবা চলিত-আঞ্চলিক ভাষা দ্বিবাচনিক পরিস্থিতি-ভাবনার গণ্ডি থেকে বের হয়ে সমাজভাষাবিজ্ঞানের অপেক্ষাকৃত নতুন তত্ত্বসমূহের আলোকে সামগ্রিক বাচনিক পরিস্থিতি পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন। আমাদের একথাও বিবেচনায় রাখতে হবে, সামাজিক, রাজনৈতিক, ভাষিক পরিস্থিতির ভিন্নতার কারণে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের দ্বিবাচনিক পরিস্থিতি ভিন্ন হবে।

দ্বিবাচনিকতার সাথে দ্বিভাষিকতা বা বহুভাষিকতার কোনো সম্পর্ক আছে কি-না তা গবেষণার মাধ্যমে খতিয়ে দেখার অবকাশ রয়েছে। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, ফার্গুসন বর্ণিত আদর্শ দ্বিবাচনিক পরিস্থিতি বাংলাদেশের বাংলাভাষার জন্য প্রযোজ্য নয়। কারণ আদর্শ দ্বিবাচনিকতার জন্য ফার্গুসন নির্দেশিত ৯টি বৈশিষ্ট্য বাংলা বাচনিক রূপগুলোর মধ্যে সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায় না। অন্যান্য যে সব বাচনিক পরিস্থিতি রয়েছে, যেমন– ধ্রুপদী দ্বিবাচন (classic diglossia), ক্ষরণশীল দ্বিবাচন (leaking diglossia), ত্রিবাচন (triglossia), ব্যর্থ বা অস্থায়ী ত্রিবাচন (failed/unstable triglossia) ইত্যাদি বাচনিকতার কথা বিবেচনা করলেও বাংলাদেশে বর্তমান দ্বিবাচনিক পরিস্থিতি অনেকটা কাসোল্ড (Fasold, 1984) বর্ণিত দ্বৈত অধিক্রমণ দ্বিবাচন (double overleaping diglossia)–এর মতোই যেখানে আমরা মিশ্ররূপটিকে 'M' ভ্যারাইটি (middle variety) রূপে পাচ্ছি। বিভিন্ন সামাজিক পরিস্থিতিতে এই বাচনিক রূপ কখনো উচ্চরূপ আবার কখনো নিম্নরূপ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সামগ্রিক বিবেচনায় বাংলাদেশের দ্বিবাচন পরিস্থিতি একটি জটিলরূপ পরিগ্রহ করেছে।

এদেশে প্রচলিত অন্যান্য ভাষা (ইংরেজি, আরবি, সংস্কৃত, ক্ষুদ্র–নৃগোষ্ঠীর ভাষা ইত্যাদি) সাপেক্ষে এ বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণার অবকাশ রয়েছে। এ বিষয়ে গবেষণার জন্য বৃহত্তর পরিসরে প্রত্যেক বাচনিক রূপের ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যাবলি ছাড়াও ভূমিকাগত দিকও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবেচনায় আনা প্রয়োজন।

সহায়ক গ্রন্থ

আজাদ, হুমায়ুন। (১৯৮৮)। *শিল্পকলার বিমানবিকীকরণ ও অন্যান্য প্রবন্ধ*। ঢাকা: ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড।

আরা, গুলশান। (২০১২)। *সমাজভাষাবিজ্ঞান। প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ: দ্বিতীয় খণ্ড*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার। (১৯৩৯)। *ভাষা-প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ*। কলিকাতা: রূপা অ্যান্ড কোম্পানি।

নাথ, মৃণাল। (১৯৮৯)। *সমাজভাষাবিজ্ঞানের রূপরেখা*। ঢাকা: বাঙলাদেশ ভাষা সমিতি।

নাথ, মৃণাল। (১৯৯৯)। *ভাষা ও সমাজ*। কলিকাতা: নয়া উদ্যোগ।

ভট্টাচার্য, সুভাষ। (২০১৪)। *ভাষাকোষ*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ।

সরকার, পবিত্র। (১৯৯৮)। *ভাষা দেশ কাল*। কলিকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ।

হুমায়ুন, রাজীব। (২০০১)। *সমাজভাষাবিজ্ঞান*। ঢাকা: আগামী প্রকাশ।

Anshen, F. (1988). 'Diglossia Revisited All Over Again'. Paper presented at the International Conference on Language and National Development: The Case of India, Osmani University, Hyderabad. (Mimeo).

Asher, R.E et al. (1994). *The encyclopedia of Language and Linguistics*. New York: Pergamon press.

Banu, Rahela (2002). Diglossia and Triglossia: The Bangladesh Language Scenario. *Politics and Culture*. Fakrul & Firdous Azim (eds). Dhaka: Depertment of English, University of Dhaka. pp. 303-321.

Chowdhury, Munier. (1960). 'The Languge Problem in East Pakistan'; *International Journal of America:, Linguistics*, VOL. 26, No. 3, p. 77

Dil, Afia (1991). *Two Traditions of the Bengali Language*. Cambridge: The Islamic Academy.

Dil, Afia (2014). *Bengali Language and Culture*. International Forum. San Diego: California.

Dimok, E.C . (1960). *Literary and Colloquial Bengali in Modern Bengali Prose. In: Ferguson and Gumperz 1960*. 43-63.

Fasold, R (1984). *The Sociolinguistics of Society*. Oxford: Basil Blackwell.

Ferguson, C. A. (1959). 'Diglossia'. *Word*, 15 324-40.

Fishman, Joshua A. (1968). Bilingualism with and without diglossia: diglossia with and without bilingualism. *Journal of Social Issues* 23, 29-38.

Platt, J.T. (1977). A model for Polyglossia and multilingualism (with special reference to Singapore and Malayasia), *Language in Society*, 6, 361-378.

Trask. R.L. (2007). *Language and Linguistics: The Key Concepts*. New York: Routledge.